নারীবাদী অধিবিদ্যা: কিছু ভাবনা, কিছু প্রশ্ন

অতসী চ্যাটার্জী সিনহা

দর্শনের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন হল অধিবিদ্যা (metaphysics) যার প্রধান আলোচ্য বিষয় জগতের মূল গঠন, উপাদান বা মৌলিক কাঠামো। একজন অধিবিদ্যক (metaphysicist) তাদাত্ম্য, বস্তুর স্বরূপ, সত্তা, কার্য-কারণভাব, দ্রব্য, প্রভৃতির সাধারণ স্তরে ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা করেন। জগতে দেহ যেমন অস্তিত্বশীল তেমনই মন অস্তিত্বশীল কিনা, পরিবর্তনের মধ্যেও বস্তুর ধারাবাহিক অস্তিত্ব বজায় থাকে কি না, ব্যক্তির কাজের ক্ষেত্রে স্বাধীন ইচ্ছা আছে কি না, ঈশ্বর অস্তিত্বশীল কি না, অহম বলে জগতে কোনও কিছু আদৌ আছে কি না—এই প্রকার নানা বিষয়ে অধিবিদ্যক জানতে আগ্রহী। কেবলমাত্র জগতে কি আছে—এইটুকু নয়—বরং যা আছে তার স্বরূপ বা গুণ ধর্ম নিয়েও অধিবিদ্যায় অনুসন্ধান চলে। যেমন প্রশ্ন ওঠে—সংখ্যা যদি জগতের অস্তিত্বশীল বস্তু হয়, তবে তা মানুষের চিন্তা ও প্রয়োগের ওপর নির্ভর করে কি না, অথবা জগতের বর্ণনার খাতিরে আমরা যে সমস্ত ধারণা ও শ্রেণির ব্যবহার করি সেগুলি ব্যাখ্যাত বিষয়কে কোনোভাবে প্রভাবিত করে কি না, অথবা আমাদের বর্গীকরণ (categorization) এবং বর্ণনা প্রক্রিয়ায় কোনো 'মূল্য' নিহিত থাকে কি না, ইত্যাদি। প্রত্যেক বিদ্যা বা গবেষণায় কিছু প্রাকস্বীকৃত বিষয় বা ধারণা থাকে। সেক্ষেত্রে নারীবাদী অধিবিদ্যক অতি সযত্নে বিশেষ একটি প্রশ্ন তুলে ধরেন যে, অধিবিদ্যার পূর্বস্বীকৃত মুখ্য শ্রেণি / বর্গগুলি এবং ধারণাগুলি কতখানি মূল্য-নির্ভর। তাঁরা বিশেষভাবে লক্ষ করেন যে সেগুলি এমন মূল্য-নির্ভর যা লিঙ্গায়ত। নারীবাদীগণ বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করেন যে, জগতের স্বরূপ বোধগম্য হবার ক্ষেত্রে বোধের কাঠামোগুলি বিকৃত রূপ ধারণ করে কীভাবে, অর্থাৎ পুরুষ বা পুরুষালি গুণগুলিকে অগ্রাধিকার দিয়ে কীভাবে এই বোধের কাঠামো জগতের বিকৃত স্বরূপ প্রতিষ্ঠা করেছে। অ্যারিস্টোটল প্রদত্ত দ্রব্য এবং সারসত্তার কাঠামোই হোক কিংবা দেকার্ত প্রদত্ত অবস্তুগত আত্মার কাঠামোই হোক—যে কোনও কাঠামো গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল : সেই কাঠামো থেকে এমন কিছু বাদ পড়ে যায় কিনা যার দরুণ মেয়েদের অবমূল্যায়ণ তথা অবদমন ঘটে। সামাজিক জগতের কাঠামো এবং তার সঙ্গে প্রাকৃতিক জগতের সম্বন্ধ নিয়েও নারীবাদীরা বিশেষ চিন্তিত। অনেক সময়ে সামাজিক সৎ (real)-কে বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাকে প্রাকৃতিক বলে ব্যাখ্যা করা হয়। মূলস্রোতীয় অধিবিদ্যক হয়তো দাবি করবেন যে, মানুষের দ্বারা নিসর্গের অনেক বিষয়েরই পরিচালনা বা নিয়ন্ত্রণ হওয়া প্রয়োজন আছে—এখানে নারীবাদী জানতে চান, সামাজিক জগতকে এইভাবে প্রাকৃতিক বলে স্থাপন করার বিষয়টি আদৌ যুক্তিযুক্ত কি না। লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণ-এর প্রসঙ্গটি এই ধরনের প্রশ্ন থেকে উঠে আসে।

সাদামাটা ভাষায় বলা যেতে পারে যে নারীবাদী আধিবিদ্যক (metaphysical) প্রকল্পে প্রধান জিজ্ঞাস্য হল—'জগতে কী আছে এবং তার স্বরূপ কী?' এই প্রকার আধিবিদ্যক অনুসন্ধান কি কোনওভাবে যৌন পক্ষপাত (sexism) সমর্থন করে? আধিবিদ্যক পূর্বস্বীকৃতির আড়ালে এমন

কিছু কি নিহিত আছে যার প্রতি নারীবাদীর বিচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া আবশ্যক? এই ধরনের জিজ্ঞাসা এবং বিচার বিশ্লেষণ থেকে আধিবিদ্যক বিভিন্ন বিষয়ে সমালোচনা ও বিনির্মিত ধারণা গড়ে ওঠে নারীবাদী দর্শনে। যেমন অহম (self), যৌনরূপ ও যৌনতা (sex and sexualty), দেহ এবং মন (body and mind), নিসর্গ (nature), তাদাত্ম্য (identity), সারসত্তা (essence), বিষয়াকরণ (objectification), প্রভৃতি বিষয়গুলির ওপর বিশেষ নজর দেন নারীবাদী অধিবিদ্যক।[১] এই প্রবন্ধে অধিবিদ্যার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নারীবাদী ব্যাখ্যা ও বিচার এর উল্লেখপূর্ব্বক এক সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করা হবে।

নারীবাদী অধিবিদ্যার বিশেষ চিন্তনপ্রণালী ও বিচারমূলক প্রেক্ষিত বুঝে নেওয়ার জন্য আমরা সিমন দ্য ব্যুভোয়ার *The Second Sex* (1949) গ্রন্থের দুটি উক্তির প্রতি মনোনিবেশ করতে পারি, যেহেতু এদুটির গভীর আধিবিদ্যক তাৎপর্য আছে।

১. One is not born, but rather becomes, a woman.[২]

২. He is the Subject, he is the Absolute – she is the other.[৩]

সিমন-এর উক্তির ব্যাখ্যা নিয়ে মতান্তর থাকলেও সাধারণভাবে বলা যেতে পারে যে প্রথম উক্তির দ্বারা লিঙ্গ কীভাবে সামাজিক স্তরে নির্মিত হয় তার আখ্যান পাওয়া যায়; আর দ্বিতীয় দাবিটি নারীসুলভ ধর্ম নির্মাণের আধেয়কে নির্দেশ করে। নারীবাদী দর্শনে আলোচিত যে তিনটি প্রধান বিষয়বস্তু (যারা পরস্পর যুক্ত) সিমন এর দাবি থেকে উদ্ভূত হয় সেগুলি হল—

১. লিঙ্গ এবং অন্যান্য বর্গ / শ্রেণিবিভাগের সামাজিক নির্মাণ।

২. অহম এবং অন্যান্য প্রকারগুলির সম্পর্কিত স্বরূপ।

৩. দ্বিত্বমূলক চিন্তনের কুফল বা ক্ষতি।

সিমন তাঁর রচনায় অহমবিষয়ক তত্ত্ব, সত্তাতত্ত্ব এবং সারসত্ত্বামূলক মতবাদ বিশ্লেষণ করেন, যেখানে পুরুষের নিরিখে সমাজ নারীকে 'অপর' বা 'other' রূপে সংজ্ঞায়িত করে। তিনি সর্বপ্রথম লিঙ্গের সামাজিক নির্মাণমূলক ব্যাখ্যা দেন এবং উত্তরণের সম্ভাবনাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টাও করেন।

যৌন পরিচয় ও লিঙ্গ পরিচয় বিষয়ে সারসত্তাবাদীদের বিরোধী (anti-essentialist) ইউরোপীয় নারীবাদীগণ অহম-এর ঐক্য ও সংগতি বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেন। সামাজিক নির্মাণবাদের প্রেক্ষিত থেকে যৌনরূপ ও লিঙ্গরূপ দেখে তাঁরা সারসত্তাবাদ বিরোধী মতবাদ ও ন-বস্তুবাদ প্রচার করেন। অপরপক্ষে বিশ্লেষণাত্মক নারীবাদী তত্ত্বে সামাজিক নির্মিত শ্রেণি বা বর্গগুলি সৎ-রূপে স্বীকার করা হয়; এমন দাবি করা হয় যে সেই সকল শ্রেণিগুলি সারধর্মবিশিষ্ট (essential properties)। এই মতবাদ অনুসারেও সাধারণত যৌন ও লিঙ্গ ধারণা বিষয়ে সারসত্তাবাদ সমর্থিত হয়।

সারসত্তাবাদ (essentialism) বিষয়ে নারীবাদী আলোচনার সূত্রপাত ঘটে যৌন পার্থক্যের আখ্যান দিয়ে, যা নারী ও পুরুষকে জীববৈজ্ঞানিক পরিচয়ের দ্বারা পৃথক করে। অপরদিকে লিঙ্গভেদ হল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। কোনো কোনো নারীবাদী প্রকৃতি

(জীববিজ্ঞান) এবং সংস্কৃতি (কালচার)-এর পার্থক্যকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন। তাঁরা বলেন যে জৈব বাস্তবতা অত্যন্ত জটিল এবং তার মধ্যে সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভাব আছে। এই মতে এমন কোনও জৈব/জীববৈজ্ঞানিক গুণ/বৈশিষ্ট্য নেই যা সারধর্মরূপে উপস্থিত থেকে নারী ও পুরুষকে পৃথক করে। তথাকথিত প্রাকৃতিক শ্রেণি / গুণাবলীও আসলে সামাজিক বলে তাঁরা দাবি করেন। Gender essentialism বা লিঙ্গ বিষয়ক সারসত্তামূলক মতবাদ-এর বিরুদ্ধে নারীবাদী বলেন যে—যখন সকল নারী বা সকল পুরুষের মধ্যে সমান কোনও ধর্মের উপস্থিতির কথা বলা হয় তখনই বাস্তবে এক দল নারী বা পুরুষকে বাদ দিয়ে তাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। প্রতিচ্ছেদ্যতার মতবাদ (doctrine of intersectionality) সমর্থনকারী দাবি করেন যে নারীবাদীর উচিত বর্ণ, ধর্ম, জাতি, শ্রেণিভেদে মানুষের বহুপ্রকারের পরিচয়-এর দিকে দৃষ্টি দেওয়া। অবশ্য এই মতবাদ স্বীকার করে নিলে বিভিন্ন নারীর সমরূপতায় বিঘ্ন ঘটবে, ফলত একই রাজনৈতিক পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতিতে বেঁচে থাকাটা নারীর বিচিত্র সমস্যার সমাধানের পথে অন্তরায় হয়ে দেখা দেবে। স্যালি হ্যাসল্যাঙ্গার লিঙ্গ সারসত্তাবাদের (gender essentialism) প্রতি এক জড়বাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তাঁর মতে লিঙ্গ হল বস্তুগত এবং শরীরী অবস্থা (দেহধারী); একইসঙ্গে দেহগুলি সমাজ দ্বারা বিভিন্ন উচ্চ-নীচ স্তরবিশিষ্ট সম্পর্কের শ্রেণিতে বিভক্ত। লিঙ্গায়িত হওয়া একটি সম্পর্কজাত ধর্ম কারণ এটি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের মানদণ্ডের উপর নির্ভর করে। আবার লিঙ্গায়িত হওয়া একটি রাজনৈতিক ধর্ম কারণ উচ্চ-নীচ স্তরযুক্ত সমাজ কাঠামোয় এটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিচ্ছেদ্যতার মতবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই মতে একটি নারী ও একটি পুরুষের পরিচিতি অবশ্যই স্তরবিশিষ্ট সমাজে ক্ষমতার সম্পর্কের জালের নিরিখে বুঝে নিতে হবে।[৫] অপর একদল দার্শনিক প্রশ্ন করেন যে, কোনও নারী বা পুরুষকে "নারী" বা "পুরুষ" রূপে চিনে নেওয়ার জন্য আদৌ তাদের লিঙ্গায়িত হওয়া কি আবশ্যক? প্রাচীন ও আধুনিক দর্শনে অহম বা self-কে reason-এর সঙ্গে একাত্ম করে দেখা হয়, কর্তৃত্বকে স্বশাসিত, স্বনিয়ন্ত্রিত ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সমরূপী বলে স্বীকার করা হয়, এবং বিষয়ীকে এক ও সংগতিপূর্ণ বলে ব্যাখ্যা করা হয়। এই সকল ভাবধারা নারীবাদী সমালোচনার বিষয়।

সামাজিক স্তরায়ণ নির্ভর করে এমন কিছু মিথ এর ওপর যেগুলো অনুসারে, প্রাকৃতিক কারণের ওপর ভিত্তি করেই সমাজে উচ্চ-নীচ স্তরভেদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সত্য উদ্ঘাটনের ফলে বিভিন্ন নারীবাদী রচনায় লিঙ্গের ধারণা নির্মাণ, নানা প্রকৃতিস্থিত সামাজিক বর্গ (যেমন জাতি, বর্ণ) এবং যৌনতা বিষয়ে গবেষণামূলক কাজ লক্ষ করা যায়। ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সাহিত্য, সমাজবিদ্যা প্রভৃতিতে গবেষণা করে দেখা হয়েছে কীভাবে কার্যত লিঙ্গ এবং অন্যান্য শ্রেণিবিভাজনগুলি মানবজাতির ওপর বলবৎ হয়েছে। মূলস্রোতের দর্শনে বিশেষ বিশেষ শরীরের নিরিখে নির্ধারিত সামাজিক ভূমিকার যে আবশ্যিক সম্পর্কের ধারণা ছিল, নারীবাদীরা মনস্তাত্ত্বিক ও জীববিজ্ঞানের গবেষণায় সেগুলির অসারতা প্রমাণ করেছেন। আমরা জানি, যা মিথ তার কোনও বাস্তব ভিত্তি নেই, কিন্তু যখন প্রকৃতির দোহাই দিয়ে মিথের স্বাভাবিকীকরণ ঘটে, তখন সেক্ষেত্রে নারীবাদীরা সচেতনভাবে বিচার করে দেখতে চান যে তথাকথিত প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক শ্রেণিগুলি কি আদৌ প্রাকৃতিক?

লৌকিক মতানুসারে বিজ্ঞানের প্রত্যয়গুলি হুবহু প্রকৃতিকে চিত্রায়িত করে, কিন্তু সেক্ষেত্রে এই সম্ভাবনাও থেকে যায়—যে সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিজ্ঞানী তাদের ধারণা ও প্রত্যয়গুলি লাভ করে, সেই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব, বিশেষত বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও প্রয়োগে আমাদের সঠিক প্রত্যয় গঠনের এবং সত্য বিশ্বাস আহরণের সহায়ক হয়। অনেক সময়ে আমরা ভুলে যাই যে আমরা যা নিয়ে চিন্তা করি এবং যে প্রকারে চিন্তা করি তা সামাজিক প্রভাবমুক্ত নয়। আপাতদৃষ্টিতে সহজ ও অপরোক্ষভাবে জগৎ স্বরূপত আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয়রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু জগতের স্বরূপ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে গিয়ে আমরা সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ব্যাখ্যার কিছু উপাদান জগতে এনে উপস্থিত করি। যে জাগতিক অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি সেগুলিকে যদি সংস্কৃতি প্রভাবিত জগৎ-সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যা রূপে চিহ্নিত করতে পারি তাহলে আমাদের মনে স্বভাবতই ধারণার কাঠামোর পর্যাপ্ততা বিষয়ে সংশয় দেখা দেবে। নিঃসন্দেহে বিভিন্ন প্রত্যয়গুলির সাহায্যে আমরা জগতকে বিন্যস্ত করি, বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিন্যাসে ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বন করে আমরা প্রত্যয়গুলিকে কাজে লাগাই। এখন প্রশ্ন হল—এই ধরনের বিন্যাস প্রক্রিয়ায় কোন ধরনের ঘটনাসমূহ অগ্রাধিকার পায় এবং কোনগুলি অদৃশ্য হয়ে যায়? —অর্থাৎ, কোনও একটি নির্দিষ্ট প্রত্যয়ের আকার (form) কাজে লাগালে কোন্ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কাঠামোর জন্য কোন্ প্রাকসিদ্ধি কার্যকরী হয়?

ধরা যাক, দৈনন্দিন ব্যবহার্য চিন্তার আকারে এমন প্রাকসিদ্ধি আছে যার দ্বারা চিন্তন কাঠামো নিরূপিত হয়, যার ফলে মনে করা হয় যে, জগতে কেবলমাত্র দুটি ভিন্ন ভিন্ন যৌন পরিচয়ের অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যেকেই (মানুষ মাত্রেই) হয় পুরুষ নয় নারী। কিন্তু বাস্তবে এমনও দেখা যায় যে, বহু মানুষ পুরুষ ও নারীর শরীরগত বৈশিষ্ট্যগুলির মিশ্রণে গঠিত। এখন কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মনুষ্য প্রকারগুলিকে অস্বীকার করে কেবলমাত্র নারী ও পুরুষ ভেদে দুটি প্রকার স্বীকারের পিছনে প্রভাবশালী প্রত্যয় কাঠামোর স্বার্থ কী? আবার যদি উভলিঙ্গের অস্তিত্ব স্বীকার করি তাহলে বর্তমান প্রত্যয় কাঠামোটির (conceptual framework) পরিবর্তনের প্রসঙ্গ আসে। আমরা কি তবে মানুষের দেহ প্রকারকে দুটি যৌন পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখবো, নাকি দুইয়ের অধিক প্রকারে শ্রেণিকরণ করবো? আরও কথা হল, বোধগম্যতার ক্ষেত্রে আমরা যখন কোনও শ্রেণিকরণ করি তখন কী উপায়ে তার ভিত্তি নির্ণয় হবে? আমাদের তৈরি করা বর্গীকরণ-এর প্রয়োগের যথার্থ পরিধি কী?

উপরোক্ত সকল প্রশ্ন আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, কোনো একটি ধারণা বা প্রত্যয়ের আকার সত্য হলেও অযথার্থ হতে পারে; সেই ধারণা অন্যায্য, অসম্পূর্ণ, বা পক্ষপাতদুষ্টও হতে পারে। মনে রাখা প্রয়োজন, আমরা যে আকারগত কাঠামো নিয়েই কাজ করি না কেন, প্রত্যেক প্রত্যয়-এর আকার সীমিত এবং তা কোনো না কোনো বিষয়/বস্তুকে দৃশ্যমান হতে বাধা দেয়। প্রত্যয় আকার সামাজিক নির্মাণ হলেই যে তা অবাস্তব ও কাল্পনিক হবে এবং তা জগতের সত্যকে উদ্ঘাটন করবে না—একথাও বলা যায় না। আমরা দেখি, অনেক সময়ে অবদমিত শোষিত নারীর মানসিক বিকারকে সামাজিক ভাবে নির্মাণ করে তার সাহায্যে নারীর আচরণকে বিকৃত ও অস্বাভাবিক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে, এবং তার ভিত্তিতে নারীকে প্রান্তবাসী করে রাখা হয়েছে।

অন্দরমহলে হয়ে চলা মেয়েদের অবদমন বা নিপীড়ন (domestic violence) অনেক ক্ষেত্রে তাদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার সাপেক্ষে ব্যাখ্যাত হয়। সমাজ নারীকে নিজের দেহ, মন ও জীবনের ওপর অধিকার ও তাকে নিজের ইচ্ছামতো দেখার, বোঝার, জীবিকা গ্রহণের স্বাধীনতা দেয় না—এর পিছনে হয়তো নারীর অযোগ্যতা বা তথাকথিত মানসিক অস্বাভাবিকতাকেই হাতিয়ার করে তোলা হয়। একজন নারীকে যখন মানসিক বিকারগ্রস্ত বলে সমাজে তাকে অবহেলিত করে রাখা হয় তখন সেই সামাজিক ঘঠনা কোনও বাস্তব সত্যের পরিচায়ক নয়, বরং তা সমাজের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ক্ষমতার রাজনীতি-প্রসূত নির্মাণমাত্র।

নারীবাদীরা এই কারণে বলেন যে, যখনই সামাজিক নির্মাণ বিষয়ক আলোচনা হয় তখনই জানা প্রয়োজন যে যার নির্মাণ হয়েছে সেটি বিষয় (object) না বিষয়ী (subject), বস্তু না ব্যক্তি, বস্তু নাকি তার ধারণা? এর অনুসন্ধান আবশ্যক। এই মর্মে বেশ কিছু জ্ঞানতাত্ত্বিক ও আধিবিদ্যক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, যেমন—যে জ্ঞানতাত্ত্বিক প্রশ্নটি উঠে আসে তাহ'ল—কোনো ধারণার সামাজিক নির্মাণের ভিত্তিতে সেই ধারণার ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমাণ কী? আবার যে আধিবিদ্যক প্রশ্ন ওঠে, সেইটি হল—এই ধারণার অনুরূপ (corresponding) কোনো বস্তু জগতে আদৌ আছে, না কি ধারণাটি একটি নিছক কল্পনা মাত্র? সামাজিক নির্মাণবাদীরা প্রায়ই লক্ষ করেন যে, কোনো এক বিশেষ প্রভাবশালী অথচ অন্যায্য প্রতিষ্ঠানকে সমর্থনের জন্য একটি ধারণা সমাজে কীভাবে কার্যকরী হয়। আরও বিচার্য বিষয় হল—এই ধারণা ও প্রত্যয়সমূহের এক বৃহত্তর কাঠামোয় উক্ত ধারণাটি কীভাবে আমাদের অভিজ্ঞতাকে বিন্যস্ত করতে কার্যকরী হয়? কিন্তু এমন হতেই পারে যে একগুচ্ছ ঘটনা অপর কিছু ঘটনাবলীর তুলনায় যখন অধিক গুরুত্ব পায়, তখন সেখানে অন্যায্য বা অবৈধ সুবিধা দানের রাজনীতি প্রচ্ছন্ন থাকে। হয়তো এভাবেই এক জাতীয় বিষয়/ঘটনা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে পড়ে এবং এক জাতীয় বস্তুর বা বিষয়ের ভ্রমজ্ঞান সত্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কোনও কোনও বিষয়ের ওপর এই ধরনের গুরুত্ব আরোপ করে গবেষণায় সাফল্য পাওয়া যায়। যেমন—চিকিৎসাশাস্ত্রে নিরপেক্ষ হবার পরিবর্তে মানুষের স্বাস্থ্য এবং স্বাস্থ্যের হানিকারক জীববৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে বিশেষ ভাবে সরেজমিন করে গবেষণায় সফল হওয়া যায়। সুতরাং এক্ষেত্রে কোন্ ঘটনা তাৎপর্যপূর্ণ হবে বা অগ্রাধিকার পাবে তা আলোচ্য বিদ্যার পরিসরে স্থির হতে পারে। নারীবাদীদের বক্তব্য হল—যদি কোনও চিকিৎসা পদ্ধতি পুরুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক ঘটনাবলীকে বা অধিক বিত্তশালী মানুষের স্বাস্থ্য বিষয়ক ঘটনাবলীকে অগ্রাধিকার দেয়, তাহলে দেখতে হবে যে, এক্ষেত্রে জ্ঞানতাত্ত্বিক তথা রাজনৈতিক শ্রেণির আকার থেকে কী কী বিষয় বাতিল হয়ে পড়ে বা কোন্ প্রাকস্বীকৃতি এরূপ বহিষ্করণের কাঠামো গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এই বিচার ও বিশ্লেষণের থেকে গবেষণা প্রক্রিয়ার অন্তর্বর্তী নানা ধরনের পক্ষপাত ধরা পড়তে পারে।

বিষয় বা object (যা কিছু ধারণা নয় এই অর্থে) নিয়ে নারীবাদী অধিবিদ্যায় বিশদ আলোচনা হয়। মানুষের সৃষ্ট যা কিছু তা নিঃসন্দেহে বিষয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে জগত ও নিজেদের যেভাবে প্রত্যক্ষ করি তার থেকে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করেন সামাজিক নির্মাণবাদীরা। এঁদের মতে আমাদের প্রত্যক্ষের নানা বিষয়, যেমন—নারী, সমকামী, এশিয়-আমেরিকান,

উদ্বাস্তু, শিশুহেনস্থাকারী—এরা সকলেই সামাজিক নির্মাণ-এর ফসল। বস্তু বা বিষয় নির্মাণের ব্যাপার বুঝতে হলে আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, সামাজিক প্রেক্ষাপটে শ্রেণিকরণের পরিকল্পনা শুধু যে পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত মানব গোষ্ঠীকে চিত্রিত করে তাই নয়, একই সঙ্গে বর্গীকরণ ও ক্ষমতার মাধ্যমে এমন গোষ্ঠীকে প্রতিষ্ঠা ও কায়েম করে যেগুলি আমাদের স্বীকৃত শ্রেণির সঙ্গে খাপ খায়। এই প্রক্রিয়া নানাভাবে ঘটতে পারে। বিশেষ প্রকার গোষ্ঠীগত মানসিক আকাঙ্ক্ষা / ইচ্ছার পাশাপাশি বিশেষ শ্রেণির ব্যাখ্যাকার থাকতে পারে। আবার শ্রেণিকরণ কখনো কখনো ব্যক্তির কোনও বিশেষ আচরণের স্বপক্ষে প্রমাণ/যুক্তি উপস্থাপন করতে পারে। এক্ষেত্রে স্যালি হ্যাসলাঙ্গার নিয়ন্ত্রিত নির্মাণ (discursive construction)-এর কথা বলেন যা বস্তুর শ্রেণিকরণ বা আরোপিত গুণধর্মকে যুক্তিযুক্ত করে তোলে। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, সামাজিক নির্মাণ সর্ব্বত্র বিরাজমান। আমরা প্রত্যেকে এক অর্থে সামাজিকভাবে নির্মিত হলেও ভাষা বা ডিসকোর্স আমাদের অস্তিত্বের স্বরূপ নির্ধারণ করে এমন নয়; বরং একটি বস্তুকে কোন শ্রেণিতে/বর্গে কীভাবে স্থান দেওয়া হয়েছে, এবং এক বিশেষ শ্রেণির সদস্যরূপে কী কী বৈশিষ্ট্য তার স্বরূপ হিসাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—তার ওপর নির্ভর করে সামাজিক নির্মাণকার্যটি সম্পন্ন হয়।[৬] উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—

জন্ম থেকে যখন কাউকে মেয়ে বলে শ্রেণিভুক্ত করা হয় তখন সেটা একটা বিশেষ প্রেক্ষিত ও প্রত্যয়-নির্ভর, যা দিয়ে অপর ব্যক্তি তাকে ''মেয়ে'' মানুষ রূপে দেখবে এবং তার প্রতি বিশেষ আচরণ করবে। আবার তার প্রতি অপরের দৃষ্টি, আচরণ প্রভৃতি তার লৌকিক লিঙ্গায়িত নারী হয়ে ওঠার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ধরা যাক লিঙ্গায়ত নারী হলে কাউকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে যে বিশেষ ভূমিকা দেওয়া হয় তা হল গর্ভধারণ-এর সক্ষমতা। সামাজিকীকরণের মাধ্যমে একটি মেয়ে ধীরে ধীরে আদর্শ 'নারী'র ভূমিকা পালনের আদবকায়দা শেখে এবং আত্মস্থ করে—যার ফলে জীবনের সব কাজ, সব সিদ্ধান্ত, সব চিন্তা, এক বিশেষ লক্ষ্যাভিমুখী হয়ে যায়—এভাবেই সে মেয়ে থেকে নারী হয়ে ওঠে। সে কতটা কি খাবার খাবে, পোশাক পড়বে, কতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকবে, কী খেলবে, কতটা বাড়ির কাজে সাহায্য করবে, কতটা বিশ্রাম করবে—সেই সব তার আদর্শ ভূমিকার অনুসরণে স্থির হয়। এই মানদণ্ডগুলো সে মেনে চলুক বা না চলুক কোনওভাবে সমাজে মেয়ে থেকে নারী হয়ে ওঠার জন্য সে সমাজের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিতে বাধ্য।

লিঙ্গ একই সঙ্গে ধারণা-নির্মাণ (idea-construction) এবং বিষয়-নির্মাণও (object-construction) বটে। ঐতিহাসিক ও সামাজিক নানা প্রভাবের কারণে আপতিক যে ফল আমরা পাই তা হল লিঙ্গ-ধারণা নির্মাণ অর্থাৎ নারী/পুরুষ এই শ্রেণিবিভাজন। যে সব ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ ব্যতিরেকে তৃতীয় বর্গ স্বীকৃত হয়েছে আর যেখানে কেবল দুটি শ্রেণির মানুষই স্বীকৃত হয়েছে—উভয় ক্ষেত্রেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও রীতি-নীতির মাধ্যমে সামাজিকীকরণ ও শ্রেণিকরণ ঘটে। কোনও ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান বা তার মর্যাদা ও মূল্যবোধের ওপর এই শ্রেণিকরণ যেমন বিশেষ প্রভাব ফেলে তেমন তার মানসিক অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও আত্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রেও এই শ্রেণিকরণ তাৎপর্যপূর্ণ। এই অর্থে মূর্ত ব্যক্তিরূপে, নারী ও পুরুষ

লিঙ্গায়ত মানুষরূপে নির্মিত হয় এবং এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে আমরা প্রত্যেকেই সমাজে অবস্থিত নির্মিত বিষয়।

সামাজিক কারণতা (social construction) ছাড়াও অন্য অর্থে সামাজিক নির্মাণ রূপে কোনও বিষয়কে আমরা পেতে পারি। কোনও ধারণা (বিষয়রূপে) সামাজিক উপাদান ও অবস্থার প্রভাবে যখন তৈরি হয় তখন বলা যেতে পারে সামাজিক কারণতার মাধ্যমে ওই ধারণার সামাজিক নির্মাণ হয়। যেমন, স্বামীর ধারণা পেতে গেলে সমাজে স্বামী থাকা এবং সামাজিক রীতি-নীতির প্রভাব থাকা আবশ্যক। অনেক সময়ে প্রাকৃতিক ও সামাজিক প্রকারের মধ্যে ভেদ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে কোনও বিষয়ের সামাজিক নির্মাণ হতে পারে। লিঙ্গ বিষয়ক ধারণা শুধুমাত্র দৈহিক বা জৈবিক পার্থক্য ভিত্তিক শ্রেণিকরণ নয়, বরং এটি অপরাপর মানুষের মধ্যে সামাজিক ভেদ চিহ্নিত করে—Gender, as opposed to sex is not about testicles and ovaries, the penis and the uterus, but about a system of social categories —স্যালি হ্যাসল্যাঙ্গার, উইটিগ ম্যাককিনন এই মতের সমর্থক।[৭]

যাঁরা বলেন যৌন স্বরূপ ও লিঙ্গ স্বরূপ ভিন্ন, তাদের মতে প্রজনন বিষয়ক যৌন বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভরশীল দৈহিক পার্থক্যগুলো মানুষের যৌন পরিচয় দেয়। অপরদিকে ভিন্ন ভিন্ন দেহধারী মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান ভেদে লিঙ্গ বিভেদ তৈরি হয়। যৌন পরিচিতি এবং লিঙ্গ পরিচিতি যদিও পরস্পরের উপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করে তথাপি তাদের এই আদান-প্রদানের সম্বন্ধকে বুঝে নেবার জন্য তাদের পার্থক্য দেখা প্রয়োজন। অবশ্য এই পার্থক্য করার পরও মেনে নিতে হয়, কোনও কোনও ব্যক্তি জন্মসূত্রে পুরুষ হয়েও সামাজিক নির্মাণে নারী আর কোনও কোনও মেয়েরা বাস্তবে পুরুষ। জন্মসূত্রে মেয়ে হবার জন্য একগুচ্ছ শরীরবৃত্তীয় ধর্মই কারণ, আর নারী হবার কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক তন্ত্রে ব্যক্তির বিশেষ অবস্থান। নারীবাদীরা বলেন যৌন ও লিঙ্গ পরিচয়ের পার্থক্য প্রাথমিকভাবে রূপান্তরিত লিঙ্গ এবং যৌনরূপবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকেও (transgendered & transsexual) আমাদের প্রত্যয়কে কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করার রসদ জোগায়। এই আকারের সামাজিক নির্মাণকে সামাজিক সংস্থান (social constitution) বলা যেতে পারে।

সামাজিক প্রকার (social kind) এবং সামাজিক কারণযুক্ত বিষয় এক নয়। সমাজ জীববিজ্ঞানীর দাবি হল যে কিছু সামাজিক ঘটনা জীব বৈজ্ঞানিক কারণে সংগঠিত হয়। নরীবাদীর একাংশের মতে শরীর সম্বন্ধীয় ঘটনাগুলি সামাজিক কারণ বা শর্তনির্ভর। এবিষয়ে Ruth Hubbard ব্যাখ্যা করে বলেন—আমরা যে পরিবেশে বাস করি, সেখানে আমাদের সঙ্গে পরিবেশের নিয়ত পরিবর্তনশীল আদান প্রদান চলতে থাকে। আরও কথা হল, যৌন পার্থক্য সমাজ-সৃষ্ট, কারণ ছেলে বা মেয়ে হয়ে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে জীববৈজ্ঞানিক এবং সামাজিক বিভেদ তৈরি হয়। সমাজ ঠিক করে দেয় যৌন পরিচয় অনুসারে কার কোন্ আচরণ আদর্শ এবং আমরা সেই নিয়মগুলি মেনে চলতে শিখি। আদর্শ অনুসরণ করতে গিয়ে আমরা যে সব কর্ম করি, বা অভ্যাস রপ্ত করি বাস্তবে সেগুলো আমাদের হাড়, মজ্জা, পেশী, ইন্দ্রিয়, স্নায়ু, মস্তিষ্ক, ফুসফুস প্রভৃতির ওপর প্রভাব ফেলে। এইভাবে সমাজ আমাদের লিঙ্গায়ত ব্যক্তিরূপে গড়ে তোলে।[৮]

সামাজিক নির্মাণবাদীরা বলেন যে সামাজিক চাপের কারণে কেউ পুরুষালি বা মেয়েলি হয়ে ওঠে তা নয়, বরং নারী বা পুরুষ হয়ে ওঠা কোনও শারীরবৃত্তীয় বিষয়ই নয়—এটি একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। যেহেতু নারী (অথবা পুরুষ) হয়ে ওঠা একটি সামাজিক অবস্থা তাই জাতি, ধর্ম, বর্ণ, জীবিকা প্রভৃতি ভেদ অনুসারে নারীও ভিন্ন ভিন্ন। যে কোনো নারীর সামাজিক অবস্থান একসঙ্গে বহু কারণ বা শর্তসাপেক্ষে বিশেষিত হয়। এইখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন স্বভাবত ওঠে—তা হ'ল—নারী কী? বা নারী কে? What is a Woman? Who is a Woman?

সামাজিক নির্মাণবাদীদের মূল লক্ষ্য হল বর্গীকরণ-এর নৈসর্গিকীকরণতাকে প্রশ্ন করা, এবং বর্গীকরণের ফলে যে বিভাজন সৃষ্টি হয় তা যে প্রাকৃতিক নয় বরং সামাজিক তার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। বিশেষ বিশেষ বর্গগুলি নৈসর্গিক হবার ধারণাকে নারীবাদী যেমন সমস্যাকীর্ণ করে দেখেছেন, তেমনি বিশেষ বিশেষ বর্গকে স্বকীয় (intrinsic) বা নিরপেক্ষ / বিষয়গতরূপে দেখার ধারণাকে তাঁরা প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। সাধারণ ভাষায় বললে, জগতকে উপস্থাপনের জন্য (সামাজিক জগৎ) কর্তৃত্বশালী কাঠামোগুলি বস্তুকে শ্রেণিবদ্ধ করার প্রকল্পে ধরে নেওয়া হয় তার গুণগুলি সম্পূর্ণ স্বকীয় এবং নিরপেক্ষ। কিন্তু বাস্তবে সকল শ্রেণিকরণ বা বর্গীকরণ নির্ভর করে সম্পর্কিত গুণাবলীর ওপর। অতএব এক্ষেত্রে আপত্তি হয় যে, কর্তৃত্বশালী কাঠামো দিয়ে বিষয়গুলির অযথার্থ উপস্থাপন হচ্ছে, যেহেতু সেই বিষয় সম্পর্কিত দিকগুলো অবহেলিত হচ্ছে। যেমন মূলস্রোতের দাবি হ'ল এই যে ব্যক্তির অহম বা self হল স্বনির্ভর, নিরপেক্ষ, বৌদ্ধিক এবং স্বয়ং-নিয়ন্ত্রক। কিন্তু এহেন বৈশিষ্ট্যগুলো অহমকে আণবিক সত্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করলেও তা বাস্তবে ব্যক্তির জন্য যেগুলি মূল্যবান যেমন—সম্বন্ধ ও পারস্পরিকতা প্রভৃতি বিষয়কে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। নারীবাদীরা এখানে বলবেন, বিষয়িতা বা subjectivity-র যে জটিলতা তার পুনর্মূল্যায়ণ এবং পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং এক্ষেত্রে মূলস্রোত সমর্থিত বৌদ্ধিক কর্তার আদর্শটি মোটেই যথেষ্ট নয়। ব্যক্তি অহম বা self সম্পর্কে জানতে হলে মানুষের সম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরতার বাস্তবতাকে অনুধাবন করতে হবে, এবং এই কাজে নারী এযাবৎ মুখ্যভাবে জ্ঞাতারূপে প্রমাণিত হয়ে এসেছে।

নারীবাদীরা দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, একদিকে মিথ নির্মাণের মাধ্যমে যেমনভাবে নৈসর্গিকতার দাবিতে বশ্যতামূলক পরিস্থিতি কায়েম করা হয়, অন্যদিকে স্বগতমূল্য কী সেই বিষয়েও মিথ নির্মিত হয়। এখানে ব্যুভোয়ার কথা স্মরণ করে বলা যায় নারী কী তা পুরুষ-এর নিরিখেই সংজ্ঞায়িত হয় এবং যদি মনে করা হয় নারীর এমন পুরুষ-সাপেক্ষ সংজ্ঞা দেওয়া আবশ্যিক বা সমীচীন নয় তথাপি বাস্তবে এটা অসম্ভব। নারী হল একান্ত অপর (absolute other) এবং পুরুষের অনুষঙ্গে তার এই পরিচয় নির্মিত হয় বিষয়রূপে। কিন্তু এমনটা কখনোই হয় না যে, নারী অপর থেকে পাল্টে বিষয়ী হয়ে ওঠে। সুতরাং নারী হবার অর্থ হল জটিল এক সামাজিক উচ্চ-নীচ সম্বন্ধে পুরুষের কাছে অপর হয়ে অবস্থিত হওয়া। অন্যদিকে পুরুষ হবার অর্থ হল বিষয়ীরূপে অপর গোষ্ঠীর সঙ্গে এক জটিল সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে অবস্থিত হওয়া। সম্পর্ক বিষয়ে ধারণাগুলি প্রায়শই আমাদের সাদামাটা চিন্তন কাঠামোকে অস্পষ্ট করে দেয়। একটি শ্রেণি বা তার অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের নৈসর্গিকরূপে উপস্থাপনের প্রক্রিয়াকে নারীবাদীরা ঘোর সমালোচনা করেন। প্রশ্ন হল অহম ও অপর অর্থাৎ সামাজিক সত্ত্বাতত্ত্ব বিষয়ে আমরা

পুনরায় প্রত্যয় গঠন (reconceptualization) করবো কীভাবে? স্বকীয়তা (intrisicness) এবং নৈসর্গিকতা (naturalness)-এর সম্বন্ধটি ঠিক কী? কীসের ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে একটি কাঠামো অপর এক কাঠামোকে আচ্ছাদিত করছে?

"He is the subject, he is the Absolute she is the other"— এখানে ব্যুভোয়া বোঝাতে চেয়েছেন অহমকে কেন্দ্র করে যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিষয়ী এবং অ-বিষয়ীর মধ্যে একটা বর্ণনামূলক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, এক্ষেত্রে দুটি বিষয়ের বা অহমের মধ্যে এই তফাত বাস্তব ব্যবহারে আদর্শনিষ্ঠ এবং অ-বস্তুগতরূপে কার্যকরী হয়। চিরাচরিত বৈশিষ্ট্যকরণ অনুসারে, দ্রব্য মাত্রেই বিরোধমুক্ত অর্থাৎ কোনও একটি দ্রব্য অস্তিত্বশীল হলে তার বিপরীত কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু বিষয়িতার শর্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোনও একটি বিষয়ীর বিপরীত বিষয়ীও থাকতে পারে। ব্যক্তি যেমন মুক্ত, স্বনিয়ন্ত্রত হতে পারে তেমনি বদ্ধ এবং পরনির্ভরও হতে পারে। কিন্তু আমরা দেখি যে অবদমিত ব্যক্তি মুক্ত নয়, স্বাধীন নয়, বরং তার পরাধীন হওয়াটাই সমাজের কাছে কাম্য। বিপরীত কোটির মধ্যে যে অবমূল্যায়িত তাকে অস্তিত্বশীল বলেও গ্রহণ করা হয় না। সুতরাং বিষয়ের শ্রেণিকরণ সর্বদাই কোনও এক মূল্যবোধক আদর্শের ভিত্তিতে কার্যকরী হয়। কেবল দুটি কোটিই থাকার ফলে কেউ দুই ভিন্ন কোনও তৃতীয় কোটিতে বা দুটির মাঝে থাকার কোনও উপায় নেই। দুটি কোটির মধ্যে একটি আদর্শকে অনুসরণ করতে সক্ষম হয় এবং তা মূল্যবান রূপে গৃহীত হয়, আর অপর কোটি আদর্শের বিপরীত হওয়ার দরুন অবমূল্যায়িত হয়। শুধু তাই নয়, অপর-এর নিজস্ব কোনও ব্যক্তিসত্তা বা অবস্থান আছে বলেই মনে করা হয় না—অপর হয়ে পড়ে নিছক বিষয়ীর বিপরীত বা অভাব।

নারীবাদী দার্শনিকদের অন্যতম প্রকল্প হল এই ধরনের মূল্যনির্ধারক বিভাজনের আদর্শকে চিহ্নিত করা এবং তার তীব্র সমালোচনা করা। বিষয়ী রূপ যে শ্রেণি তা আপাতদৃষ্টিতে যতটা উচ্চাসনে অবস্থিত কিন্তু বাস্তবে তা যে নয়—একথাও নারীবাদী যুক্তি-বিচারসহ প্রমাণ করতে বদ্ধ পরিকর। শুধু লিঙ্গের ক্ষেত্রেই এমন অযথার্থ দ্বিবিভাজন আছে তা নয়— নারীবাদী যৌন পরিচয়, লিঙ্গ পরিচয়, জাত, শ্রেণি, বর্ণ এরকম নানা বিষয় নিয়ে বিচারমূলক বিশ্লেষণ করতে চান। কোনও একটি বর্গকে অনধীন বলার অর্থ হল অপর বর্গগুলির শ্রেণিবিভাজনের পরিধি বা সীমারেখা স্থির করে দেওয়া। যদি পুরুষ একটি অনধীন প্রকার হয় তাহলে সকলে হয় পুরুষ না হয় ন-পুরুষ, কিন্তু এই দুটির মধ্যবর্তী কিছু নেই; অপরকে কোনো স্বতন্ত্র বর্গের মর্যাদা দেওয়া হয় না ফলে তার নিজস্বতা সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায়। নারীবাদী এরকম একপেশে বর্গীকরণ-এর সমালোচনা করেন এবং ব্যক্তি তথা বর্গগুলির বহুত্ব ও বৈচিত্র্যের দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে শেখান। নারীবাদীরা বলেন, চিন্তায়, দর্শনে এবং সাধারণ বোধে দ্বিত্ব বা দ্বিবিভাজন-এর পন্থা পরিত্যাগ করতে হবে এবং আমাদের জগৎ ও জগতের সত্ত্বাগুলিকে নিজস্ব মর্যাদায় দেখতে হবে।

এ প্রসঙ্গে সারা হাইনামা বলেন, ব্যুভোয়া তার *The Second Sex*-এ শুধুমাত্র ঘটনা বা বাস্তব বিষয়ের বর্ণনা করেননি; বরং তিনি নারী, মেয়েলী, মেয়ে প্রভৃতির অর্থ উদঘাটন করেছেন; যৌন পার্থক্যের এক অবভাসিক বিবরণ দিয়েছেন।[৯] যুডিথ বাটলার *Gender Trouble*-এ এমন

কিছু দাবি করেন যেগুলি নারীবাদী তত্ত্বের ভিতকে নাড়িয়ে দেয়। তিনি বেশ কয়েকজন নারীবাদী, পশ্চিমী উত্তরাধুনিকতাবাদী দার্শনিকের মত উদ্ধৃত করে মূলত নারীবাদী চিন্তার মৌলিক ধারণাগুলোকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেন। যৌন স্বরূপ, যৌন পরিচয় এবং যৌনতা বিষয়ে তিনি সারসত্তা-বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন এবং performative theory প্রবর্তন করেন।[১০] ১৯৯০-এর লেখায় বাটলার যে সরল মতবাদ দেন পরে ১৯৯৩-তে *Bodies that Matter*-এ তিনি তাঁর প্রত্যয় ও যুক্তিগুলি সাজিয়ে গুছিয়ে পরিবেশন করেন। সেখানে লিঙ্গের ঐচ্ছিক মতবাদ (voluntarist theory of gender) অনুসারে মানুষ তার লিঙ্গকে স্বেচ্ছায় বেছে নেয়। এই বাছাই বা নির্বাচনে ব্যক্তি তার আচরণগত, শারীরিক, মানসিক—সব বৈশিষ্ট্যই নিজের মতো করে আহরণ করে।[১১] ঐচ্ছিক বোধগম্যতায় (voluntarist understanding)—যৌন পার্থক্য বিষয়ে এহেন ব্যাখ্যাটি মেনে নিতে অসুবিধা হয় না যদি আমরা আজকের যুগে মানুষের শরীর গঠন, ডায়েটিং, পেশী বৃদ্ধি, চামড়ার রঙ পরিবর্তন, প্লাস্টিক সার্জারি এবং যৌন পরিচিতি রূপান্তরের ঘটনাগুলো দেখি।

দেকার্ত বলেছিলেন মানুষের দৈহিক ও মানসিক অবস্থা স্বাধীন ইচ্ছা দিয়ে মানুষ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। শুধু তাই নয় মানুষ নিজের ইচ্ছার বলে ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রাপ্ত প্রমাণ খারিজ করতে পারে। আবার যৌক্তিক সত্যকেও বাতিল করতে পারে। দেকার্ত-এর ঐচ্ছিকতন্ত্র (voluntarism) যদি যৌন পার্থক্যের ঘটনাগুলিতে প্রয়োগ করা যায় তাহলে এমন দাবি করা যেতে পারে যে, একজন ব্যক্তি তার যৌন বৈশিষ্ট্য, তার শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলিকে অস্বীকার করতে পারে, বাতিল করতে পারে, কোনও নারী তার মেয়েলী আচার-আচরণ অস্বীকার করতে পারে, এমনকি সে নিজের স্তনকে বাদ দিতে পারে। বাটলার অবশ্য দেকার্তে-র ঐচ্ছিক ধারণা সম্পর্কীয় মত গ্রহণ করেননি বরং তার সমালোচনা করেছেন। যৌন পার্থক্য বিষয়ে বাটলারের মত প্রধানত ফুকোর দ্বারা প্রভাবিত, যেখানে ফুকো, দেকার্তের স্বীকৃত বিষয়িতার সমালোচক। ফুকোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাটলার সিমন-এর স্বাধীন ইচ্ছার ধারণাকে প্রশ্ন করেন এবং দেহ ও যৌনরূপ-ব্যতিরেকে বিচ্ছিন্ন চেতনা বিশিষ্ট subject বা বিষয়ী'র ধারণাকেও নাকচ করেন।

কিন্তু হাইনামা বলেন, বাটলার সিমন-এর মতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি কারণ সিমন দেকার্ত বা সার্ত্র কারোরই অনুগামী ছিলেন না, তাঁর মত স্বতন্ত্র। দেকার্তের "cogito" বা সার্ত্রের "being-for-itself"—কোনওটির সঙ্গে সিমনের অবস্থান সদৃশ নয়। বরং তাঁর মত মার্লো-পন্তি'র "body-subject intertwined with the world"-এর সঙ্গে মিলে যায়। এই প্রকার শরীরী-বিষয়ীর সিদ্ধান্তগুলি স্বাধীন ইচ্ছার প্রকাশ নয় বরং এগুলি দৈহিক আদব-কায়দা (body-postures) বা বিশেষ পরিস্থিতিতে নেওয়া এক মনোভাব (attitude)। যৌন পার্থক্য হল বহুমুখী এক জটিল ব্যবস্থা যার সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন সিমন। যৌন পার্থক্যগুলি দৈহিক ও মানসিক অবস্থার নিরিখে যাচাই করা সিমন এবং হাইনামার লক্ষ্য। জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী ও পুরুষ-এর পার্থক্য জৈবিক ভিন্নতার ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে—এই কথা অনেকে বললেও সিমন তা মনে করেন না। জৈবিক নিয়ন্ত্রণের তত্ত্ব যেমন সিমন-এর মনোনীত নয়, একইভাবে যৌন পরিচয়যুক্ত ব্যক্তির মেয়ে হয়ে ওঠার ব্যাখ্যা সিমন স্বীকার করেননি।

সিমন-এর মতে যেহেতু অধিকাংশ সমাজে পুংকেন্দ্রিকতার প্রভাবে পুরুষ নারীকে নঞর্থক বিশেষণে ভূষিত করে সেই হেতু নারী হয়ে ওঠে অপর। নারীও সমাজস্বীকৃত প্রেক্ষিত থেকে নিজেকে দেখতে অভ্যস্ত হয় এবং সে নিজের কাছে এক বিচ্ছিন্ন প্রান্তীয় বিষয়ীরূপে ধরা দেয়। একদিকে পুরুষ কালচার রূপে সংজ্ঞায়িত অপরদিকে নারী প্রকৃতি বা নেচার রূপে চিহ্নিত : এর ফলে এক অনিবার্য দ্বিবিভাজনের মিথ সৃষ্ট হয়—যার কবল থেকে অসহায় অক্ষম প্রান্তিক ব্যক্তিদের রেহাই পাওয়া অসম্ভব। পুরুষ ভাববাচক এবং নারী অভাব, পুরুষ হল অন্তর, নারী বাহির, পুরুষ দিন ও নারী রাত্রি, পুরুষ ভূমিকর্ষক এবং নারী ভূমি। এভাবেই পুরুষ উচ্চস্থানীয়, শুদ্ধ ও বুদ্ধিযুক্ত রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজে নারীর ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার লাভ করে। সিমন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তিভূমির গভীরে নারী ও পুরুষের শরীরের ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক স্মৃতিকথার খোঁজ করেন, যা সামাজিক জগতে নারী ও পুরুষকে বিশেষ দেহ ও কার্যভার প্রদানের মধ্য দিয়ে বাইনারিরূপে নির্মাণ করে। সিমন বিশ্বাস করতেন যে বর্তমান সমাজ তার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুরুষ ও নারীকে যে ধরনের ভূমিকা পালন বা দায়িত্বগ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তাদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্র রচনা করে দেয় সেইগুলি বাস্তবে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও সদস্যমর্যাদা নিরূপণ করে। অতএব বলাই বাহুল্য যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অসাম্যের পলিসি সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোই আগে থেকে স্থির করে দেয়। রাজনীতি, অর্থনীতি এবং কালচারে পুরুষের একচেটিয়া অধিগ্রহণ/অধিকার এবং নারীর অন্দরমহলের বৃত্তে সীমাবদ্ধ করে রাখার কারণে নারী কখনোই বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে সক্ষম হয় না, এবং অপর বা "Other" হয়ে ওঠে।

সূত্রপঞ্জি

১. Sally Haslanger, "Feminist Metaphysics" (Stanford Encyclopedia of Philosophy), http//plato.stanford.edu>entries>feminism, 2017. Cited date : 14/08/2018.

২. Simon de Beauvoir, *The Second Sex*, trns. H.M. Parshley, New York, Vintage Book, (1949), p. 267.

৩. Ibid, pp-xxxviii.

৪. Luce Irigaray, 1985, *This Sex which is Not One*, trns. C. Porter and C. Bwuke, Ithaca, New York : Cornell University Press. অবশ্য ইউরোপীয় নারীবাদী দার্শনিক লুসি ইরিগ্যারে যৌন পার্থক্য বিষয়ে সারমূলক তত্ত্ব নির্মাণ করেন।

৫. Natali Stoljar, 1995, "Essence, Identity and the Concept of Women", Philosophical Topics, 23(2) : p. 99. Doi : 10.5840/philotopics, 19952324, cited date : 12/09/2018, ন্যাটালি স্টলজার নারীকে (cluster concept) ধারণাগুচ্ছ রূপে দেখেন। এই মতবাদ অ্যারিস্টোটলীয় সামান্যের ধারণা থেকে ভিন্ন। এই মতে বিভিন্ন নারীর মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্বীকৃত হয়েছে। অবদমন নারীর অস্তিত্বে সহজাত (intrinsic) নয়।

৬. Sally Haslanger, 1995, "Ontological and Social Construction", Philosophical Topics, 23(2) : p. 99. doi : 10.5840/philotopics, 19952324, cited dated 4/09/2018.

৭. Sally Haslanger, 2017, p. 7.

৮. Ruth Hubbard, 1990, *Politics of Women s Biology*, New Baunawick, NJ : Routgeras University Press, p. 138.

৯. Sara Heinemaa, 1997, "What is a Women? Butler and Beauvoir on the Foundation of the Sexual Difference", *Hypatia*, Vol. 12, No.-1, p. 20-39.

১০. Judith Butler, 1990a, *Gender Trouble : Feminism and the Subversion of Identity*, New York : Rutledge.

১১. ..... 1990b, "Performative acts and gender construction : An Essay in Phenomenology and Feminist Theory", *Performing Feminism : Feminist Critical Theory and Theatre*, ed. Sue.Ellen case, Battimore : John Hopkins University Press.